“তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে।”

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী (হাফিজাহুল্লাহ)

তারা সর্বদা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকবে!

-শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

[নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও পেনসিলভেনিয়ায় বরকতময় হামলার ১৮তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত]

অনুবাদ ও প্রকাশনা

[শুধু শাইখের বক্তব্যের অনুবাদ]

শাইখ আইমান আয যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

সর্বত্র অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও পেনসিলভেনিয়ায় আমাদের মোবারক হামলার এখন আঠারো বছর চলছে। আমেরিকা প্রতিনিয়তই ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে তার বস্তুবাদী খৃস্ট-জায়নিস্ট শত্রুতা প্রকাশ করে যাচ্ছে। ট্রাম্প বায়তুল মাকদিসে আমেরিকার দূতাবাস স্থানান্তরিত করার ঘোষণার পর এবার গোলান মালভূমিকে ইসরাইলের সাথে যুক্ত করার ঘোষণা দিল। এর মাধ্যমে সে আবারো প্রকাশ করল; আমেরিকার আসল চেহারা এবং মুসলমানদের প্রতি মার্কিন জাতির প্রকৃত শত্রুতা।

আর ঐতিহাসিক বাস্তবতা হচ্ছে: অধিকাংশ জায়নিস্টরা নন-ইহুদী। যেমন, নাস্তিক নেপোলিয়ন, কুখ্যাত ‘বেলেফোর চুক্তির’ উদ্যোক্তা বেলফোর, উসমানী সম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সাইক্স-পিকট এগ্রিমেন্টের রচয়িতা মার্ক সাইক্স। বৃটিশ গোয়েন্দা লরেন্স; যে আরব বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী। আমেরিকার খৃস্ট-ধর্ম প্রচারকরা যারা; আরব জাতীয়তাবাদের প্রচারকদের সিরিয়ান বাইবেল কলেজে আশ্রয় দিয়েছিল। আমেরিকার অনেক নেতা। আর তাদের শেষেরজন হচ্ছে ট্রাম্প। এছাড়াও হাজার হাজার আছে। এরা সকলেই নন-ইহুদী জায়নিস্ট ছিল।

এই জায়নিস্টরাই সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং সব জায়গা থেকে ইসরাইলের জন্য মুক্তিপণ দিচ্ছে। তাই এর ‘মাইনা’ হিসেবে আমরা সর্বত্রই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ছড়িয়ে দিবো।

ফিলিস্তিনে ও সর্বত্র অবস্থানরত আমার মুসলিম মুজাহিদ ভাইয়েরা!

এখন ফিলিস্তিনের অবস্থার দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। তার অধিকাংশ ভূমিই ইসরাইলের অধীনে। আর অবশিষ্ট সামান্য অংশটুকু তারা পশ্চিম তীর ও গাজাকে ভাগ করে দিয়েছে। এর মধ্যে দিফফা অংশকে সরাসরি ইসরাইলী গোয়েন্দা সংস্থা শাসন করছে। আর গাজা, সেটাতো তারা অবরোধ আরোপ করে শ্বাসরুদ্ধ করে রেখেছে। এরপরেও সেখানে মুজাহিদদের সর্ব্বোচ্চ চেষ্টা (আল্লাহ তাঁদের উত্তম বিনিময় দান করুন) ইসরাইলের উপর বজ্রাঘাত হয়ে পতিত হচ্ছে। কিন্তু এর মোকাবেলায় ইসরাইল তাঁদের উপর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালাচ্ছে।

অন্যদিকে ঘাতক ও নিচু মানসিকতাসম্পন্ন সিসি সরকার গাজাকে অবরোধের মুখে ফেলে অপহরণ করছে। ইসরাইল ও বিশ্ব অপরাধী শক্তি এভাবেই ফিলিস্তীন জিহাদের টুটি চেপে ধরেছে এবং মুজাহিদদের জন্য একটি সংকীর্ণ শ্বাসরুদ্ধকর যুদ্ধের ময়দান নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এ কারণে মুসলিম মুজাহিদদেরকে ইসরাইল ও বিশ্ব অপরাধী শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধকে সব জায়গায় স্থানান্তরিত করার মাধ্যমে এই অবরোধ ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

সুতরাং ফেদায়ী হামলার মুজাহিদ, যিনি ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান, তিনি যে কোন জায়গায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারেন। তাই শরীয়ার হুকুমের সাথে তার লক্ষ্যের মিল নিশ্চিত করবেন, যাদেরকে কষ্ট দেওয়া হারাম, তাঁদের কষ্ট না পাওয়ার সুপরিকল্পনা গ্রহণ করবেন এবং তাঁর কাজের ক্ষতির চেয়ে কল্যাণের পরিমাণটি বেশী বলে নিশ্চিত হবেন। এরপরই তিনি আল্লাহর উপর ভরসা করে স্বীয় টার্গেট পূর্ণ করবেন। সাথে সাথে এ বার্তা রেখে যাবেন যে, এ জিহাদী কর্ম হচ্ছে ফিলিস্তীন ও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তোমাদের অপরাধের বদলা।

এভাবেই আমরা শত্রুর মাথায় সমতার সমীকরণ করব এবং তাদের কৃতকর্মের হিসাব কষতে বাধ্য করব।

হে ফিলিস্তীন ও মুসলিম উম্মাহর মাঝে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা!

এসবই হচ্ছে সমগ্র বিশ্বে ইসরাইল ও তার বন্ধু আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, রুশ ও ইউরোপিয়ানদের পাঁতানো টার্গেট। সুতরাং তারা যেমন আমাদের নিয়ে চক্রান্ত করছে এবং সব জায়গা থেকে আমাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হচ্ছে, আমাদেরকেও সব জায়গায় তাদের ধাওয়া করতে হবে স্থান ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

ফিলিস্তীন ও উম্মাহর হে মুজাহিদগণ! আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। সতর্ক থাকুন এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। এই আশা করবেন না যে, কেউ আপনাকে সাহায্য করবে। আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন। অক্ষম হবেন না।

কৌশল ও উপকরণে আপনারা আধুনিক ও সৃজনশীল হোন। শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. ও তাঁর সাথীরা, (আল্লাহ তাঁদের শহীদদের উপর রহম করুন, তাঁদের বন্দিদের মুক্তি দান করুন এবং বাকিদের হেফাজত করুন) তাঁরা কিছু বিমানকে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের ন্যায় কাজে লাগিয়েছিলেন।

উস্তাদ মুহাম্মদ ইয়াসির রহ. যখন শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ. এর সাথে 'তোরাবোরায়' সাক্ষাত করলেন, শাইখ বললেন, ১১ই সেপ্টেম্বরের আগে সকলে ভাবতো যে, কোন বিমান অপহরণ করলে

কোথায় অবতরণ করাবে? সে দিশাহারা হয়ে ভাবতো যে, বিমানবন্দরগুলো তাকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখবে এবং ধাওয়া করতে থাকবে!?

কিন্তু এখন? যে কেউ বিমান অপহরণ করে শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগানোর সাহস রাখে।

ফিলিস্তীন ও প্রত্যেক ভূখন্ডে অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আমাদেরকে যুদ্ধের প্রকৃতি বুঝতে হবে। নিঃসন্দেহে সর্বত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে এটা বিশ্ব ক্রুসেডীয় হামলা। এতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক যুদ্ধের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

যে মার্কিন শক্তি আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, উপসাগরীয় দেশসমূহ, জাজিরাতুল আরব ও পূর্ব আফ্রিকা জবর দখল করে আছে, সে মার্কিন শক্তিই ইসরাইলকে সমর্থন ও সহযোগিতা করছে। পাকিস্তানের ঘুষখোর জেনারেলদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে এবং তার ঘাঁটিগুলো তুরস্ক দখল করে আছে এবং (মিশরের) সিসি, (লিবিয়ার) জেনারেল হাফতার ও অন্যদেরকে সমর্থন করছে।

আমেরিকা খুবই সতর্ক যে, জিহাদ যেন বিশ্বময় বিস্তৃত হয়ে না যায় এবং তাদের দেশ ও পশ্চিমা দেশে স্থানান্তরিত না হয়। এ কারণে যখন তার দেশের কেন্দ্রবিন্দুতে আঘাত হানা হল এবং আমেরিকা এ কর্ম পদ্ধতির ভয়াবহতার পরিধি বুঝতে পারল, এরপর মাদ্রিদ ও লন্ডনেও একই নীতির পূনরাবৃত্তি ঘটল, তখন আমেরিকা তার কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল।

আর পশ্চাদমুখী শাইখ এবং হাদিয়া-তোহফা ও বেতন ভোগী আলেমরা তার ডাকে সাড়া দিল। মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে বিভেদ ও সন্ত্রাসের নামে হুমকি ও নিন্দার হামলা শুরু হয়ে গেল। মুক্তি পাগল বন্দিদের নিয়ে দাম কষাকষি হতে লাগল। সকলেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমেরিকার সঙ্গীতাসরে শামিল হল।

সুবহানাল্লাহ! এদের অনেকেই এখন সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্ত হচ্ছে। যখন মুজাহিদরা দেশীয় সরকারের জুলুমের মোকাবেলা করতে লাগলেন, তখন কিছু সমালোচক পন্ডিত বের হয়ে বলতে লাগল, এটা জিহাদ হবে না। জিহাদের জন্য আবশ্যক হল, উম্মাহ তার উপর এক হতে হবে। এরপর মুজাহিদরা যখন উম্মাহর নাম্বার ওয়ান শত্রুর দিকে বন্দুকের নলা ঘুরিয়ে দিল, তখন সমালোচক পন্ডিতরা বের হয়ে বলতে লাগল, এটা বিশ্বসন্ত্রাস।

বরং জেল ফেরতরা আমাদের সামনে এক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসল। তাতে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য একজন মানুষের আগে স্বীয় বিবেককে মুক্ত করতে হবে। যাই হোক, আনোয়ার সাদাতের প্রতি তাদের

সহানুভূতি প্রকাশের পর (তাদের বিবেচনায় সে শহীদ) তারা দাবী করল, আমেরিকার গোলাম দেশীয় তাগুত শাসকদের সাথে ঐক্যমত ছাড়া আমেরিকার মোকাবেলা করা আমাদের ঠিক হবে না।

তাহলে তাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমরা কি জিহাদ ছেড়ে দেবো?!

তারা 'নিরীহ মানুষ হত্যা' নামে মিথ্যা সাইনবোর্ড ব্যবহার করল। তারা বলল, তোমরা টুইন টাওয়ারে নিরাপরাধ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করেছ। অথচ আল্লাহর অনুগ্রহে আমরা আগেই এসব সংশয় নিরসন করেছি। কিন্তু সংশয় পোষণকারীর অপবাদ থেকে পরিত্রাণের জন্য বলছি, যেহেতু তোমরা ধারণা করছ যে (অথচ তা ভুল ধারণা) আমরা টুইন টাওয়ারে নিরহ লোকদের হত্যা করেছি। তাহলে কি পেন্টাগনেও নিরাপরাধ লোক ছিল? নাকি আঘাত করা হয়েছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তির কেন্দ্রে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রধান সামরিক অপরাধীদের লক্ষ্য করে?

কংগ্রেস ও হোয়াইট হাউজ অভিমুখী বিমানটি কি নিরপরাধ লোকদের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলো?

আচ্ছা! তোমরা যখন চাচ্ছ, জিহাদ শুধু সামরিক ঘাঁটিকেই টার্গেট করে হবে। তাহলে এই যে আমেরিকার সামরিক শক্তি, পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আছে। বরং তার ঘাঁটি, ফেতনা ফাসাদ ও নষ্টামী দ্বারা তোমাদের দেশ ভরে দিয়েছে। তো এসো, সেখানে হামলা করো। তোমাদের সংশয়মুক্ত নিখুঁত জিহাদ আমাদের দেখাও।

এই যে বৃটেন, ফ্রান্স ও ন্যাটোর মিত্র শক্তি সমগ্র বিশ্ব এবং বিশেষকরে মুসলিম বিশ্বকে ভরপুর করে দিয়েছে। তো ইসরাইলকে তাদের সমর্থন ও ফিলিস্তীনে তাদের অপরাধের বদলা হিসেবে তাদের উপর হামলা করে বসো।

এই তো ফ্রান্সের শক্তি মালি জবর দখল করে আছে। মরুভূমি ও তীরবর্তী অঞ্চলে তারা মুসলমানদের হামলা করছে। তাহলে কেন না জানার ভান করছ? সেখানকার মুসলিম ভাইদের তাদের বলির জন্য ছেড়ে দিচ্ছ? এটা কি মুসলিমদের সম্মানের উপর সীমা লঙ্ঘনকারী ক্রুসেডীয় শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়? এখন কোথায় তোমরা?

এই যে আমেরিকা ও তার মিত্রশক্তি সোমালিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। সেখানে মুসলিমদের সহযোগিতা না করে, তাঁদেরকে রক্ষার্থে জিহাদ ছেড়ে তোমরা কোথায় বসে আছো? এটা কি মুসলিম ভূমি ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ নয়? এ ব্যাপারে তোমাদের অবস্থান কোথায়?

এই যে অপরাধী রাশিয়া মুসলিম ককেশাশ ও মধ্য এশিয়াকে জবর দখল করে আছে। আহত সিরিয়ায় মুসলিমদের রক্ত ঝরাচ্ছে। ইসরাইলকে সমর্থন ও নিরাপত্তা দিচ্ছে। দুনিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে তার ছড়িয়ে থাকা সামরিক শক্তি দেখে আপনারা কোথায় বসে আছেন?

অপরাধীদের শক্তিশালী করার পরিবর্তে আসুন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করুন|

এই যে হিন্দু শক্তি মুসলিম কাশ্মীরকে জবর দখল করে আছে। এর মোকাবেলা এবং কাশ্মীর মুজাহিদদের সহযোগিতা ছেড়ে আপনারা কোথায় গেলেন?

এই যে চীনাশক্তি পূর্ব তুর্কিস্তানে জবর দখল করে আছে। সেখানের জিহাদ ও তুর্কিস্তানের মুজাহিদদের সহযোগিতা ছেড়ে আপনারা কোথায়?

এই যে ইসরাইলী দূতাবাস ও সংস্থগুলো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। আসুন, এগুলোকে ধ্বংস করুন। নিজেদের মাঝে টুইন টাওয়ার নিয়ে ঝগড়ায় ব্যস্ত না থেকে।

সাথে আমেরিকার তথাকথিত সন্ত্রাস বিরোধী হামলায় একই পন্থায় ইরানও অংশ নিয়েছে। ফলে সে বাঁশিতে ফু দিয়ে বলে, এটা ইসরাইল-আমেরিকার ষড়যন্ত্র। এটা তাদের প্রত্যেক বিরোধীদের সাথে আচারণ। এমনকি তারা যখন নির্বাচন নিয়ে মতানৈক্য করে তখন একে অপরকে দোষারোপ করে।

ইরান তো আমেরিকারই অংশীদার আফগান যুদ্ধে, ইরাক যুদ্ধে ও সিরিয়া আক্রমণে। সুতরাং সিরিয়ায় শিয়া মিলিশিয়া নিজের কর্মক্ষেত্রের জন্য আমেরিকার নির্ধারণ, বণ্টন, অনুমোদন ও নির্দেশে লড়াই করছে।

দুঃখজনক ও হাস্যকর ব্যাপার হচ্ছে, শিয়া মিলিশিয়ারা যখন ইরাকে কথিত ইবরাহিম খলিফার দলের বিরুদ্ধে আকাশ নিরপত্তায়, আমেরিকান কামান দিয়ে এবং আমেরিকান গোয়েন্দার নেতৃত্বে ও পলিসিতে লড়াই করত। তখন তারা যুদ্ধের ময়দান থেকে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বের হত। তখন আমেরিকান বিমান তাদের উপরে থাকত। কিন্তু তারা গর্ব করে বলত, আমরা একাই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করব।

তো উদ্দেশ্য হল, আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া ও ইয়েমানে ইরান আমেরিকার সাথে সমঝোতায় আছে। আবার অন্য সাইটে আমেরিকা তার সাথে মতবিরোধ করে। তাই আমেরিকা কখনো তার সাথে মতৈক্যের অপেক্ষায় থাকে। কখনো অনৈক্য বেশী পরিমাণে হয় এবং এক সময় ছিনতাই অপহরণ পর্যন্ত গড়ায়।

ইরান একান্ত প্রত্যাশী, যেন আহলুস সুন্নাহর সাহায্যের বাস্তবতা এবং তাঁদের আসল শত্রু আমেরিকার সামর্থনের বাস্তবতা প্রকাশ না হয়। পাশাপাশি সে আরো প্রত্যাশা করে, যাতে এটা প্রকাশ না পায় যে, ক্রুসেডযুদ্ধে আহলুস সুন্নাহর মুজাহিদরাই মুসলিম উম্মাহর মূল যোদ্ধা। আল্লাহর অনুগ্রহে, যেমন ছিলেন তাঁদের দীর্ঘ ইতিহাসে সাহাবীদের যুগসহ ও রোম পারস্য বিজয় থেকে আজ পর্যন্ত। যদি সাহাবীদের জিহাদ না হতো তবে পারস্যবাসী অগ্নি-পূজক থেকে যেত।

কিন্তু সাহাবায়ে কেরামই তাদের সামনে ইসলামের আলো নিয়ে এসেছেন। তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে এনেছেন। যেমন রিবয়ী ইবনে আমের রাযি. রোস্তমকে বলেছিলেন, 'আল্লাহ আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি যাকে চান তাকে আমরা বান্দার দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বে বের করে আনতে পারি, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে তার প্রশস্ততার দিকে এবং বিভিন্ন ধর্মের জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়পরায়নতার দিকে আনতে পারি।'

কিন্তু ইসলাম প্রত্যাখানের অপরাধে তারা শাস্তি ভোগ করেছিল, যেহেতু তারা অস্বীকার করেছিল। কতই না মন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তারা।

সর্বত্র অবস্থানরত আমার মুসলিম ভাইয়েরা!

আমেরিকা শক্তির ভাষা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। যে যুদ্ধে আহত হবে, সে তার সাথে আলোচনা ও সমঝোতা করতে চেষ্টা করবে। আর যে তার কাছে আসা যাওয়া করবে তাকে সে ধ্বংস না করে ছাড়বে না।

এই তো ইমারতে ইসলামিয়া আঘাতে আঘাতে তাকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। ফলে সে আফগানিস্তান থেকে বের হওয়ার জন্য তাঁর সাথে আলোচনার চেষ্টা করেছে।

অপরদিকে অন্যরা তার সামনে আসা যাওয়া করছে, আর সে তাদেরকে লাশ, চাবুক ও বেত উপহার দিচ্ছে। তাদেরকে বন্দী করছে, তাড়িয়ে দিচ্ছে এবং তাদের পিছু নিচ্ছে।

এটা তো বৃটিশদের সাথে শরিফ হোসাইনের কাহিনী। অতএব, হে চক্ষুষ্মানেরা! শিক্ষা গ্রহণ করুন।

وآخر دعوانً أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنً محمد وآله وصحبه وسلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته